## বন্দিশালার ডাক

শুধু বাংলা নয়, গোটা পৃথিবীতেই অ্যাবসার্ড নাটকের চর্চা ক্রমশ কমে আসছে। সেদিক থেকে বিচার করলে স্পন্দন পিপলস্ থিয়েটার স্রোতের বিপরীতে হেঁটে সম্প্রতি আকাদেমিতে মঞ্চস্থ করল নাটক 'বন্দিশালার ডাক'। অমল রায় রচিত নাটকটি পরিচালনা করেছেন সমুদ্র গুহ। এ যেন একটি চরিত্রহীন অ-নাটক। আবার প্রবলভাবে নাটকীয়ও। মাত্র চারটি চরিত্র

শাহাজাদ (বাপী দাশগুপ্ত), সাংবাদিক জর্জ (সমুদ্র গুহ), প্রথম প্রহরী (দুলাল পাল) ও দ্বিতীয় প্রহরী (দেবব্রত মণ্ডল)। এই চার চরিত্রের চলনে-বলনে নাটক তথা কাহিনী খুঁজে নেয় তার নিজস্ব ঠিকানা। অ্যাবসার্ড নাটকে নিটোল গল্পের কোনও নির্ণায়ক গতিবিধি থাকে না। এ নাটকেও নেই। কারা কর্তৃপক্ষকে 'হাত' করে শর্ত সাপেক্ষে নাটকের অন্দরমহলে প্রবেশ করে সাংবাদিক জর্জ। যেখানে বন্দি শাহাজাদ। সাংবাদিকের নিপুণ অন্বেষণে উন্মোচিত হতে থাকে রহস্যের পাপড়ি। দানা বাঁধতে শুরু করে একটি পর একটি প্লট ও সাব প্লট। শাহাজাদ আসলে কে? সেটাই গল্প। সমুদ্র গুহ অত্যন্ত কুশলী পরিচালক। দুঃসাহসীও। আসলে সমুদ্র ধরতে চেয়েছেন সমকালীন সংকটকে। ন্যায়-অন্যায়ের দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসাকে। সাংবাদিক জর্জ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের প্রতিনিধি। তার দায় ও দায়িত্ব দু'টোই। সময়ের শৃঙ্খল আর অজ্ঞতার অন্ধকারকে অভিনেতা ও পরিচালক সমুদ্র উন্মোচন করেছেন দক্ষ হাতে। তিনি প্রশ্নকর্তা আবার উত্তরদাতাও। বন্দিশালার ডাককে উপেক্ষা করার উপায় নেই অমল রায়ের একাঙ্কটি সমুদ্র সার্থক করে তুলেছেন বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ নৈপুণ্যে। তাই শেষ পর্যন্ত নাটকটি আর অবোধ্য থাকে না। আবহ (অনিমেষ রায়), আলো (উত্তীয় জানা) চমৎকার। এই নাটকের পরবর্তী পর্বে মঞ্চস্থ হয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণ বিপর্যয় নাটকটি। এই নাটকটিরও পরিচালনা সমুদ্র গুহ'র।

**প্রিয়ব্রত দত্ত**

## অরূপ রতনের খোঁজে

বিড়লা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল প্রতিমা চন্দ্র ফাউন্ডেশন এবং মনোজমুরলী নায়ারের ডাকঘর-এর যৌথ প্রয়াস 'অরূপ

রতনের সন্ধানে' শীর্ষক রবীন্দ্রগানের প্রতিযোগিতার আসর। যে প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, 'রবীন্দ্রগানে নব্যপ্রজন্মকে উৎসাহিত করাই আমাদেরই প্রধান লক্ষ্য'।

যেখানে রাবীন্দ্রিক সুরের ত্রিধারা ধ্রুপদ রঙ্গের গান, নাটকের গান এবং মুক্তছন্দ অর্থাৎ খালি গলার গানে অংশ নিয়েছিলেন ১২ জন প্রতিযোগী। গত সেপ্টেম্বর মাস ধরে চলা গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ১০৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে এই ১২ জন প্রতিযোগীকে বেছে নেন বিচারকরা। ত্রিস্তর এই বিচারপর্বের ধ্রুপদ রঙ্গের গানে বিচারক ছিলেন শ্রাবণী সেন ও কমলিনী মুখোপাধ্যায়। নাটকের গানে বিচারক ছিলেন পণ্ডিত বিপ্লব মণ্ডল ও সোহিনী মুখোপাধ্যায়। এবং মুক্তছন্দের গানে ছিলেন জয় সরকার ও জয়তী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিচারকদের মধ্যে গান গেয়েছেন শ্রাবণী, কমলিনী, সোহিনী এবং জয়তী। উদ্যোক্তাদের অনুরোধেই তাঁদের গান গাওয়া। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার স্বর্ণস্মারক পেলেন অর্জুন, দ্বিতীয় রৌপ্যস্মারক পেলেন অনুরাগ এবং তৃতীয় পুরস্কার তাম্রস্মারক পেলেন ইমন। পি সি চন্দ্র গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট বি. কে. চন্দ্র পুরস্কার বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন বিভাসচন্দ্র লাহা, মনোজমুরলী নায়ার, উষা উত্থুপ প্রমুখ। শ্রোতাদের জন্য চমক ছিল অনুষ্ঠানের শেষে। প্রধান অতিথি বাবুল সুপ্রিয় এসে শোনালেন স্বর্গীয়া প্রতিমা চন্দ্রের কথা। বললেন, 'আমার মায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন প্রতিমাদি। আমায় খুব স্নেহ করতেন।' সেই শ্রদ্ধার্ত স্মৃতিকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বাবুল গেয়ে উঠলেন 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল সে'।

**আলপনা ঘোষ**

## দরবারির সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

ত্রয়োদশ বার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি উত্তম মঞ্চে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দিল দরবারি। মৌসুমী সাহার পরিচালনায় দরবারির বড়দের সমবেত কণ্ঠে 'তোমারি রাগিণী', 'প্রাণ ভরিয়ে', 'তোমার আনন্দই' পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে

অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ঠাকুরমার ঝুলির গল্প বরাবরই জনপ্রিয় শিশুমহলে। 'রূপকথার দেশে' শীর্ষক গীতি আলেখ্যে 'হুতোম ও রাজপুত্র' এবং 'লালকমল নীলকমল' গল্প দু'টি গান, পাঠ, অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে সংস্থার খুদে সদস্যরা। ভাষ্যপাঠে দেবাশিস বসুর সুন্দর উপস্থাপনা। পরের নিবেদন 'সিম্ফনি'। পাশ্চাত্য সুর এবং পরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিণী মূর্ত হয়ে উঠল দরবারির ছাত্রীদের কণ্ঠে। সংস্থার ছাত্রী অমৃতা রায় মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁর স্মরণে যারা খেয়াল-রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল গীতি বিভাগে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, তাদের পুরস্কৃত করেন অমৃতার বাবা কমল রায় ও মা সুদক্ষিণা রায়। অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদনে ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাঙাগান এবং তার সঙ্গে মূল গানের সমন্বয়ে নৃত্যগীতি আলেখ্য 'রূপান্তরী'। দেবাশিস বসুর সংযোজনায় গানে অংশ নেয় সংস্থার ছাত্রীরা। অনবদ্য উপস্থাপনা, গানের সঙ্গে শুচিস্মিতা আদিত্য সরকারের কোরিওগ্রাফিতে নৃত্যাঙ্গন ডান্স অ্যান্ড মিউজিক অ্যাকাডেমির নৃত্য প্রদর্শনও ছিল নজরকাড়া। অনুষ্ঠানের ভাবনা, বিন্যাস ও পরিচালনায় মৌসুমি সাহা।

**অপর্ণা তাঁতী**

## রাহুলদেবকে অন্বেষার শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাহুলদেব বর্মনের ২৪তম প্রয়াণবার্ষিকী পালন করল অন্বেষা। শিল্পীকে গানে গানে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মৌলালি যুবকেন্দ্রে একঝাঁক শিল্পী সমাবেশে স্বর্ণযুগের গানে স্মরণ করা হয় কালজয়ী এই সুরকার শিল্পীকে। দীপক ঠাকুরতার কণ্ঠে 'সে তো এলো না' ও